দৈনিক সংবাদ

তারিখ DEC. 2 1 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবই নিয়ে হযবরল অবস্থা

❑ জানুয়ারিশেষে ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছবে

সালাম জুবায়ের ঃ পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তার খামখেয়ালি ও দায়িত্বহীনতার জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ নিয়ে এক হযবরল অবস্থা চলছে। এর পাশাপাশি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব পরিস্থিতিকে আরো ঘোলাটে করে তুলেছে।

যদিও সময়মত বই পেতে ছাত্রছাত্রীদের কোন অসুবিধা হবে না বলে টেক্সটবুক বোর্ড ও মন্ত্রণালয় দাবি করছে।

এ বছর ষষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যায়ের ৬০টি বই ছাপার জন্য গত সেপ্টেম্বর মাসে ১৪৫টি প্রতিষ্ঠানকে টেন্ডারের মাধ্যমে কার্যাদেশ দেয়া হয়। মোট ১ কোটি ২০ লাখ বই ছাপা হবে। প্রতিবছর যত বইয়ের চাহিদা থাকে তার চেয়ে ২০-২৫ শতাংশ কম ছাপা হয়। কারণ আগের বছরে ছাপা ২০/২৫ শতাংশ বই বাজারে অবিক্রীত থেকে যায়। এবারও সেভাবেই চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৯৭ সালে ৩ কোটি ৩৪ লাখ, ১৯৯৮ সালে ৩ কোটি ৩৫ লাখ কপি বই ছাপা হয়েছে। সেসব বইয়ের বিপুল সংখ্যক অবিক্রীত থাকায় '৯৯ সালে বোর্ড (৩টি ছাড়া) কোন নতুন বই ছাপেনি। '৯৯ সালে বাজারে ২ কোটি ৩৪ লাখ বই অবিক্রীত ছিল।

চলতি বছরের মে মাসে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক ও মুদ্রণ সমিতি পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, ১৯৪টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের গুদামে প্রায় ৮৪ লাখ বই অবিক্রীত রয়েছে। সমিতি চিঠি দিয়ে এ বছরের মে মাসে এ অবিক্রীত বইয়ের সংখ্যা পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে জানিয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিপুলসংখ্যক বই বাজারে অবিক্রীত আছে ধরে নিয়ে এবার ১ কোটি ২০ লাখ বই ছাপার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেভাবেই টেন্ডার আহ্বান করে।

জানা গেছে, বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবার কিছু কিছু বইয়ের ভেতরে কিছু পরিবর্তন আনছেন। কিছু সংশোধন করা হচ্ছে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ সংশোধনী এত অল্প যে তা খুব বেশি প্রভাব ফেলবে না পাঠ্যসূচিতে। এজন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ এসব সংশোধনীর কথা টেন্ডারে বা কার্যাদেশ দেয়ার সময় মুদ্রকদের জানাননি। শুধু নবম শ্রেণীর ভূগোল বইটির বড় ধরনের পরিবর্তন হবে বলে টেন্ডারদাতাদের মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে।

নির্ধারিত ১ কোটি ২০ লাখ বইয়ে দেশের ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা মিটবে না। তবে গতকাল (২০শে ডিসেম্বর) পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃপক্ষ গত বছরের বই বাতিল করার কোন ঘোষণা জারি করেননি।

জানা গেছে, প্রকাশকদের দু গ্রুপ এখন দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে। দু গ্রুপের ১টি গ্রুপ টেন্ডারে ৪৫টি বই, অন্য গ্রুপ ১৫টি বই ছাপার কার্যাদেশ পেয়েছে। যারা কম বই পেয়েছে তারা ব্যাপকভাবে প্রচার করছে সেসব বই সংশোধন হচ্ছে, কাজেই গতবছরের বই চলবে না। এ প্রচারণার ফলে খুচরা বিক্রেতারা তাদের কাছে অবিক্রীত (গত বছরের) বই এবার বিক্রি করতে পারবে না ভেবে দারুণ দুশ্চিন্তায় আছেন।

টেন্ডারে ছাপতে দেয়া ৬০টি বই এ ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহে ছাপা হয়ে যাওয়ার কথা; কিন্তু বাস্তবে অর্ধেক বইও ছাপা হয়নি। বোর্ডের কর্মকর্তাদের জন্যই তা ছাপা হয়নি। কারণ, যা ছাপা হবে তা (পজিটিভ) এখনও মুদ্রকদের দেয়া হয়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোর্ডের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা গতকাল সোমবার দুপুরে 'সংবাদ'কে জানান, ৬০টি বইয়ের মধ্যে মাত্র ৪০টি বইয়ের পজিটিভ ট্রেসিং (যা ছাপা হবে) মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের হাতে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। বাকি ২০টি পজিটিভ ট্রেসিং এখনো দেয়াই হয়নি। কাজেই ছাপার তো প্রশ্নই ওঠে না।

কেন সময় মতো পজিটিভ দেয়া হচ্ছে না, তার উত্তর এ কর্মকর্তা দিতে পারেননি। আর পজিটিভ পাননি বলে মুদ্রক প্রতিষ্ঠান কাগজকল থেকে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত কাগজের অর্ধেক পরিমাণও তোলেননি।